রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

সঙ্গীতনায়ক

রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিউজিক ডাক্তার,
সি, আই, ই, সঙ্গীতশিল্পবিদ্যাসাগর, ইত্যাদি

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

সঙ্গীতনায়ক

রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিউজিক ডাক্তার,

সি, আই, ই, সঙ্গীতশিল্পবিদ্যাসাগর, ইত্যাদি

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্ ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

রাগিণী কানাড়া।—তাল চৌতাল।

হে দেব পাকশাসন, কে জানে তব মহিমা, তুমি হে
স্থরনায়ক চক্রপাণি-অগ্রজ, স্থন্দর।
দৈত্যবংশদর্পহারী, অমরগণ-আনন্দকারী,
শচীমানসতমোহর স্থধা-আকর।
অহে পুরন্দর, যক্ষ রক্ষ নর, সবে তব কিঙ্কর;—
সদা বিনতভাবে তোমারি যশোমান্,
করয়ে গান্ কিন্নর॥

অমরাবতী—ইন্দ্রসভা।

(শচীদেবী স্থররাজ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে সমাসীনা;
দেবর্ষি নারদ স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট;
গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররেসেন অদূরে
দণ্ডায়মান।)

ইন্দ্র। তবে অদ্য কোনরূপ নাট্যামোদই হো'ক না। প্রিয়ে কি বল?

শচী। ক্ষতি কি নাথ; কিন্তু যে যে নাট্যাভিনয় পুনঃ পুনঃ দেখা হয়েছে, তা দেখে আর চিত্ত প্রফুল্ল হয় না। কোন নব্য প্রণালীর অভিনয় প্রদর্শিত হলে প্রীতিকর হতে পারে।

রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

ইন্দ্র। নব্য প্রণালীর নাট্যামোদ কি হতে পারে? দেবর্ষি, আপনি অতি সুবিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বলুন দেখি এমন প্রকরণ কি আছে যা মহিষী দর্শন করেন নাই।

নারদ। (চিন্তা করিয়া) দেবি কি বৃন্দকাভিনয় দর্শন করেছেন?

শচী। বৃন্দক আবার কি?

নারদ। যে নাট্যে বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে নানা জাতির কার্য্য এককালে প্রদর্শিত হয়, এবং যার অঙ্ক সংখ্যার নিয়ম নাই, তাকেই বৃন্দক বলে। আমার বিবেচনায় অদ্য রসাবিষ্কার-বৃন্দক প্রদর্শিত হলে ইন্দ্রাণীরও মনোরঞ্জন হতে পার্‌বে, এবং দেবরাজেরও প্রীতিলাভ হবে।

শচী। রসাবিষ্কার আমি কখনও দেখি নাই। নাথ, অদ্য তারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র। হাঁ প্রিয়ে, তাই কর্ত্তব্য বটে। (নারদের প্রতি) দেবর্ষি, তবে কোন্ কোন্ প্রকরণ অদ্য আবিষ্কৃত হবে তা চিত্র-সেনকে বিশেষ করে বলে দিন।

নারদ। (চিত্রসেনের প্রতি) দেখ গন্ধর্ব্বরাজ, তুমি অবশ্য জান যে সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে রস অষ্টবিধ; অর্থাৎ শৃঙ্গার, রৌদ্র, করুণ, বীর, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত ও হাস্য। যদিও শান্তকে কেউ কেউ একটী রস ব'লে থাকেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা কর্‌লে তাহা রসের মধ্যে গণ্য হয় না। এই অষ্ট রসের অপূর্ব্ব উদাহরন বাল্মীকি ও বেদব্যাস-প্রণীত যে যে অনুপম মহাকাব্য আছে, তাতেই অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পার্‌বে।

রসাবিষ্কার-স্বন্দক।

চিত্র। দেবর্ষি, কোন্ রসের কি কার্য্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হওয়া আপনার অভিপ্রেত, অনুমতি করুন।

নারদ। (চিন্তা করিয়া) হাঁ! দেখ, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, শৃঙ্গাররসের কার্য্যমূর্ত্তি; বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ রৌদ্ররসের কার্য্য-মূর্ত্তি; সীতার বনবাস করুণরসের কার্য্যমূর্ত্তি; ভীমকর্ত্তৃক দুঃশা-সন-বধ বীররসের কার্য্যমূর্ত্তি; কুরুক্ষেত্রের নিবৃত্ত রণস্থলে রাক্ষসীর শবভক্ষণ বীভৎসরসের কার্য্যমূর্ত্তি; হিরণ্যকশিপু-বধ ভয়ানকরসের কার্য্যমূর্ত্তি; অহল্যার পাষাণ হতে পূর্ব্বদেহপ্রাপ্তি অদ্ভুত রসের কার্য্যমূর্ত্তি; এবং কালনেমির লঙ্কা বিভাগের কল্পনা হাস্যরসের কার্য্যমূর্ত্তি। এই কয়েকটী প্রকরণ অদ্য সুচারুরূপে অভিনীত হ'লেই এক কালে সকল রসের মূর্ত্তি প্রকাশিত হবে, এবং এতাদৃশ অভিনয় যে অতি প্রীতিকর হবে, তার আর সংশয় নাই।

ইন্দ্র। কেমন চিত্রসেন, দেবর্ষির অভিপ্রায় এখন সমগ্র অবগত হ'লেতো?

চিত্র। আজ্ঞা হাঁ, দেবরাজ।

ইন্দ্র। তবে তুমি যাও, অতি সত্বর অভিনেতাদের যথাক্রমে সুসজ্জিত হ'য়ে নন্দনবনের নাট্যভূমিতে আস্তে বলগে। আমরা তৎপার্শ্ববর্ত্তী পারিজাত নিকুঞ্জ হতে অভিনয় দর্শন করবো।

চিত্র। যে আজ্ঞা, অভিনেতারা অবিলম্বেই সজ্জিত হ'য়ে আস্বেন।

[প্রস্থান।

নারদ। মর্ত্ত্যলোকের কার্য্যাভিনয় দর্শনে যে ইন্দ্রাণীর চিত্ত প্রীতিপ্রফুল্ল হবে তার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় ব্যাপারে অতি অভিজ্ঞ ও নিপুণ। তা আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? গন্ধর্ব্বগণ নাট্যাভিনয় কার্য্যে বিলক্ষণ তৎপর। তাঁরা সত্বরই নাট্যভূমিতে আসবেন সন্দেহ নাই।

ইন্দ্র। হাঁ, তবে চলুন, আমরা পারিজাত নিকুঞ্জে গমন করি, তথা হ'তেই অভিনয় দর্শন করা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

শৃঙ্গাররসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী বেহাগ।—তাল একতালা।

অহে রসরাজ, ছিছি হেন কাজ,
সাজে কি তোমারে হরি।
কুলনাশা বাঁশী শুনি শ্রবণে, কুলনারী হয়ে নিঃশঙ্ক মনে,
নিশিতে ধাইয়ে আইলাম বনে,
কুললাজ পরিহরি।
তার প্রতিফল, দিলে হরি ভাল, এতেক বিলম্ব করি,
এখন ছল, ছাড়ি কুঞ্জে চল, নাথহে করেতে ধরি ;—
অন্তর মাঝে পশি অনঙ্গ, দাহন করিছে হৃদয় অঙ্গ,
রাখ রাখ প্রাণ হে ত্রিভঙ্গ, উহু উহু মরি মরি ॥

শ্রীবৃন্দাবনের নিধুবন।

(গোপিকাগণের প্রকাশ।)

প্রথমা। কৈ সখি, কৈ সে চিকণ কাল কোথায় ?

দ্বিতীয়া। কি জানি সখি, আমি তো কদমতলা পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে এলেম, কোথায়ও দেখা পেলেম না।

তৃতীয়া। তাই তো, নাথ গেলেন কোথায় ? আমি বন, উপবন, গিরিদরি, নদনদী, নদী-পুলিন পর্য্যন্ত দেখে এলেম, কোন সন্ধানই পেলেম না।

প্রথমা। ভাল সখি, তাঁর পদচিহ্ন কোথাও দেখ্‌তে পেলে না?

তৃতীয়া। বনের একস্থানে একবার তাঁর পদচিহ্ন দেখে-ছিলাম। সে যে তাঁরই পদাঙ্ক তার সন্দেহ নাই; অবিকল সেই ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, যব দেখ্‌লেম, কিন্তু দেখতে দেখ্‌তে কিছু দূর গেলে পর আর কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পেলেম না। ভাল সখি, কালাচাঁদের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে একটী সুকোমল পদাঙ্ক দেখ্‌লেম কেন বল দেখি? যেন কোন রমণীর পদচিহ্ন বোধ হ'ল।

প্রথমা। তবে তাঁর প্রেয়সীরই পদচিহ্ন হবে। বোধ করি সে রমণীর পদতলে বেদনা হওয়াতে রসময় মধ্যে মধ্যে তাকে আপনার স্কন্ধে বহন ক'রে থাক্‌বেন।

তৃতীয়া। তাই হবে, ঠিক বলেচ।

চতুর্থী। যা হোক, বোধ হচ্চে জীবিতনাথ আমাদের প্রতা-রণা কর্‌লেন, দেখা বুঝি দিলেন না।

পঞ্চমী। সে কি সখি, যদি দেখা দিবেন না তবে মোহন মুরলীরবে এ অবলা সরলা কুলবালাগণের মন কেন আকর্ষণ কর্‌লেন? আমি যে গুরুজনের তিরস্কারের ভয় না ক'রে এসেচি।

ষষ্ঠী। সখি, আমি যে স্বামীকে প্রতারণা করে এলেম।

সপ্তমী। আমি সন্তানকে স্তন দিই নাই, সে কাঁদ্‌চে।

অষ্টমী। সে শঠ লম্পট কোথা পালাবে? তাকে একবার পেলে বাহুপাশে বদ্ধ ক'রে হৃদয়-কারাগারে রুদ্ধ ক'র্‌বো।

রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

(সহাস্যবদনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

গোপিকাগণ। (আহ্লাদে) ঐই যে, এই যে নির্লজ্জ এসেচে। (সত্বর সকলে গিয়া ধারণ ও তৎপ্রতি ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষ আদি শৃঙ্গারচেষ্টা।)

প্রথমা। হাঁ হে, রসরাজ! তোমার নিমিত্ত আমরা সকল পরিত্যাগ ক'রে এই অরণ্য-মধ্যে এলেম, তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

দ্বিতীয়া। মদনমোহন, তুমি একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়াওত, তোমার প্রতিমূর্ত্তি আমি চিত্তপটে প্রতিফলিত করে নিই। (পথ অবরোধন।)

তৃতীয়া। সখা, আমি তোমার অন্বেষণে অনেক পরিশ্রম ক'রেছি, এক্ষণে তোমাকে আশ্রয় ক'রে অগ্রে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি। (স্কন্ধ ধারণ।)

চতুর্থী। শ্যামসুন্দর, আমার এই পয়োধর যৌবনরাজ্যের রাজা, তুমি প্রজা। এখন প্রজার নিকটে কর চাচ্চে, সহজে না পায়, বাহুপাশে বদ্ধ ক'রে আদায় ক'র্‌বে। (করগ্রহণ।)

পঞ্চমী। সখা, অনেক পথ এসে বড় পিপাসা হ'য়েছে, এখন এই চাতকীকে তোমার অধরচন্দ্রের সুধাদানে পরিতৃপ্ত কর। (অধরপানোদ্যোগ।)

যবনিকা পতন।

রৌদ্ররসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী সারঙ্গী।—তাল ঝাঁপতাল।

রে ভ্রান্ত নৃপ-অধম, মত্ত হয়ে বিষয়ে, জ্ঞান-
ঈক্ষণ রহিত একেবারে।
কেন রে দুর্ম্মতি হয়ে প্রতিকূল, করিলি আমার
আশা নির্ম্মূল, কালফণী ধরিলি নিজ করে।
মম কোপানল শান্তি কর্ত্তে, ইন্দ্র হরিহর আইলে
মর্ত্তে, তাঁদেরো মান কভু রহিবে না রে ;—
কুশিক-সুত আমি আমারে নাহি জান, বলেতে
যে জন হইল ব্রাহ্মণ, অচিরায়
প্রতিফল দিব তোরে॥

বিশ্বামিত্রের তপোবন।

(বিশ্বামিত্র বীরাসনে উপবিষ্ট, নিকটে তিনটী
রোরুদ্যমানা দেবকন্যা।)

প্রথমা। হা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, পরমদয়ালু মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! তুমি কোথায়?

দ্বিতীয়া। মহারাজ, দেখ এসে, এই দুরাত্মা আমাদিগকে এনে বদ্ধ ক'রে রেখেচে, নরবলি দেয়।

তৃতীয়া। দয়াসাগর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কোথায়? (রোদন।)

(রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

রাজা। (আগমন করতঃ) কি হয়েছে, কি হয়েছে? ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এসেছি। কে রে নৃশংস কার্য্য আচরণ করে? (দেখিয়া) এই যে! ওরে দুরাত্মা, পাষণ্ড, নরাধম! তুই স্ত্রীহত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছিস? জানিস্‌নে এ সূর্য্যবংশীয় হরিশ্চন্দ্রের অধিকার? আমি হরিশ্চন্দ্র, ভয়ার্ত্তের অভয় প্রদানে দীক্ষিত; কাল্পনিক ধর্ম্মধ্বংসে তৎপর; আমার অধিকার মধ্যে এই নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান? এই তোকে প্রতিফল দি। নিরপরাধা কন্যাদের বধ ক'র্‌বি কি, তোকেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। ভণ্ড, পাষণ্ড! বল্কল পরিধান করেছিস? রুদ্রাক্ষ মাল্য গলায় দিছিস? মস্তকে জটা রেখেছিস? আবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মন্ত্র সাধন কচ্চিস? এই তোকে সংহার করি। (অস্ত্র আস্ফালন, বিশ্বামিত্রের যোগ ভঙ্গ।)

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) কে রে, আমার ধ্যান ভঙ্গ ক'র্‌লে?

কন্যাত্রয়। (পরমাহ্লাদে) বেস হয়েছে, বেস হয়েছে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় হোক। (অন্তর্দ্ধান।)

বিশ্বা। কে তুই? (দেখিয়া) ওঃ ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র! তা হরিশ্চন্দ্রই হ, হরিই হ, হরই হ, আর ব্রহ্মাই হ, তোর আর নিস্তার নাই; আমার ক্রোধানলের শুষ্ককাষ্ঠ হ'য়েছিস। কিঃ! এতবড় স্পর্দ্ধা! আমি এখানে নির্জ্জনে ব'সে বিদ্যাত্রয় সিদ্ধ কচ্চি, তুই নিরপরাধে আমার মন্ত্র বিঘ্ন কর্‌লি? তপস্যা ভঙ্গ কর্‌লি? তোর এতদূর অহঙ্কার! আজ তোর অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্‌বো। দুরাত্মাকে কিরূপে প্রতিফল দি? আমার বামহস্ত

ধনুঃ স্মরণ ক'চ্চে, দক্ষিণহস্ত শাপ দিতে উদ্যত হ'চ্চে ; "শাপাদপি শরাদপি" যাতে হয় আজ ওর শাসন ক'রবো। (পরিকর বন্ধন ও অতীব বাহ্বাস্ফোট, পরে চিন্তা করিয়া) তাই কর্ত্তব্য। তপস্যা ভঙ্গকারীর যে পথ কন্দর্পান্তক দেবাদিদেব দেখাইয়াছেন, সেই পথেই তোকে পাঠাই।

যবনিকা পতন।

করুণরসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল আড়া।

হায় রে দারুণ বিধি, এত কিরে ছিল মনে।
জনমদুখিনী সীতার সুখ সহিল না প্রাণে।
জগতেরি নাথ যিনি, ছিলাম তাঁরি আদরিণী,
আজি হয়ে অনাথিনী, আইলাম বনে।
মিনতি করি বিধিরে, কৃপা করি অভাগীরে,
সতত প্রাণনাথেরে, রেখ রে কল্যাণে।
থাকি যেখানে সেখানে, তাঁরি সুখ শুনি কাণে,
কিছু গণিব না মনে এ সব বেদনে।
ধরণী-নন্দিনী-হৃদে, সকলি সহিবে বিধে,
ভাবিব নাথের পদ, বসিয়ে নির্জ্জনে॥

বাল্মীকির তপোবন।

(সীতা সহ লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান।)

সীতা। লক্ষ্মণ, এ তপোবন দর্শনে কোথা আমার মন প্রফুল্ল হবে, তা না হ'য়ে অকস্মাৎ আমার চিত্ত এমন চঞ্চল হ'ল কেন? আবার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন হ'চ্চে, এর কারণ কি? কোন অনিষ্ট ঘ'ট্‌বে না কি? প্রাণনাথ না জানি কেমন আছেন। তাঁর সহবাস পরিত্যাগ ক'রে আমার এখানে আশা ভাল হয়

নাই। অন্তঃকরণটা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'ল। (সজলনয়নে) লক্ষ্মণ, আমার এক একবার মনে হ'চ্চে যেন প্রাণেশ্বরকে আর আমি দেখ্‌তে পাব না।

লক্ষ্মণ। (অধোবদন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

সীতা। কেন কেন? তুমি এমন বিষণ্ণ হ'লে কেন? কোন অমঙ্গল ঘটেছে নাকি?—কিছু ব'লচো না যে?

লক্ষ্ম। দেবি, কি ব'ল্‌বো? (স্বগত) হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? এমন নিষ্ঠুর আদেশও প্রতিপালন ক'র্ত্তে হ'ল? (শিরে করাঘাত।)

সীতা। লক্ষ্মণ, কেন তুমি এমন কাতর হ'লে?—বল না। জীবিতেশ্বর তো ভাল আছেন? (লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া) লক্ষ্মণ, ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখে আমার মনে আশঙ্কা হ'চ্চে।

লক্ষ্ম। (স্বগত) এ নিদারুণ কথা কেমন করে বলি? না ব'লেই বা করি কি? (প্রকাশে) দেবি, আপনি বহুদিন রাবণের গৃহে একাকিনী ছিলেন ব'লে প্রজাবর্গ আপনার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ করে; মহারাজ এই কথা দুর্ম্মুখের নিকট শ্রবণ ক'রে আপনাকে——(নীরব।)

সীতা। কি বল না, আমাকে পরিত্যাগ করেছেন?

লক্ষ্ম। হাঁ, দেবি! আপনাকে এই বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ ক'রে যেতে আমাকে আদেশ করেছেন।

সীতা। (ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় থাকিয়া) লক্ষ্মণ, রঘুনাথ তো করুণার সাগর, তবে কেন এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কর্-

লেন? কেন নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আমার নিষ্কলঙ্ক নাম চিরদিনের নিমিত্তে কলঙ্ককূপে নিক্ষেপ ক'র্লেন? তিনি কি সেই লোকাপবাদ যথার্থই বিশ্বাস করেছেন? তেমন উৎকট অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেম, তবু কি নাথ আমাকে অসতী মনে করেছেন?—না, না, আমি যে পতি-প্রাণা তা নাথ অবশ্যই জানেন; তবে যে আমাকে বনবাস দিয়েছেন, সে বোধ করি কেবল প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত।—তাঁর দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। (উপবেশন করিয়া) হায়, হায়, আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণাভোগ ছিল! আমার মত হতভাগী কি জগতে আর আছে? হারে বিধাতঃ! তুই কি আমাকে চিরদুঃখিনী কর্‌বার সঙ্কল্প করেছিলি? যাবজ্জীবন আমাকে যারপর নাই কষ্ট দিলি? এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখাস্বাদ অনুভব ক'ত্তো দিলি নাই? যখন রঘুনাথ হরধনুঃ ভঙ্গ ক'রে আমার পাণিগ্রহণ কর্‌লেন, মনে কর্‌লেম এখন বীর-পত্নী হ'লেম, কিছুদিন পরে রাজমহিষী হবো, চিরদিনের জন্য সুখী হবো। সে আশা দূরে গেল, জীবিতেশ্বরের রাজ্যাভিষেকের সূচনামাত্রেই বনবাসে গমন ক'ত্তো হলো। ভাল তাই হলো হলো, নাথের সহবাসে বনবাসের কষ্টও কষ্ট বোধ হয় নাই; কোন ক্রমে কালাতিপাত কচ্ছিলাম; ইতিমধ্যে অকস্মাৎ দুর্দ্দান্ত দশানন কপটতা সহকারে আমার প্রাণপতির হৃদয়-বন্ধন ছিন্ন ক'রে আমাকে হরণ ক'রে নিজপুরীতে প্রস্থান ক'র্লে। সে লঙ্কাপুরে মৃত-কল্প হ'য়েছিলেম। উঃ! প্রাণনাথের বিরহে যে কি পর্য্যন্ত

কষ্ট হ'য়েছিল তা স্মরণ হ'লে এখনো হৃৎকম্প হয়। যা হোক, প্রাণনাথ আমার সে কষ্টও দূর করেছিলেন। নানাবিধ ক্লেশ ভোগ ক'রে, শত যোজন সমুদ্র বন্ধন ক'রে, তুমুল সমরে দুরাত্মা রাবণকে পরাজয় ও ধ্বংস ক'রে আমার উদ্ধার সাধন করেছিলেন। উদ্ধারের পর প্রাণেশ্বরের সহিত সমাগম হলো, চরিতার্থ হলেম; ভাব্‌লেম বুঝি এতদিনে আমার দুঃখের অবসান হলো; এখন কিছুদিনের জন্যে প্রাণপতির সহবাসে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর্‌বো। কিন্তু এত যন্ত্রণা দিয়েও নিষ্ঠুর বিধির যে সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই, তাকি আমি জানি। হা হতবিধে! তোর মনে এই ছিল? আবার এই অপার দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত ক'র্‌লি? যাবজ্জীবন একক বনবাস বিধান ক'র্‌লি? হায়, হায়, হায়! (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) লক্ষ্মণ, আমি বনবাসের ভয়ে কাতর হই নাই। তোমাদের সঙ্গে তো বহুকাল বনবাস ক'রেছি; বনবাসের কষ্ট অতি সামান্য; অতএব আমি সে চিন্তা করি নাই। (রোদন করিয়া) আমি এখন এই ভাব্‌চি, যে এই আশ্রমবাসিনী মুনিকন্যারা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, যে রঘুনাথ তোমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করেছেন, তখন আমি তাঁদের কি বল্‌বো? আমি যে নিরপরাধা তাকি তাঁরা বিশ্বাস ক'রবেন? আমি অবশ্যই কোন গুরুতর অপরাধ করেছিলেম তাই রঘুনাথ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, এইটী তারা মনে কর্‌বেন। হায়! হায়! একি সামান্য লজ্জার বিষয়! আমি কেমন ক'রে তাঁদের কাছে মুখ দেখাব? ছি ছি ছি! (রোদন করিয়া) লক্ষ্মণ, কি

ব'ল্‌বো আমার উদরে রঘুকুলাঙ্কুর রয়েছে, তা না হলে, আমি এখনি জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ কর্‌তেম। (চিন্তা করিয়া) আহা! জীবিতেশ্বর আমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ ক'রে বলেছিলেন, প্রিয়ে, আমি কণ্ঠে হার রাখিনে, পাছে হারের ব্যবধানে তুমি আমার হৃদয় হ'তে কিঞ্চিন্মাত্র অন্তর হও। আহা, নাথ আমাকে এত ভাল বাস্‌তেন! এখন আমাকে বনবাস পাঠিয়ে প্রাণনাথ না জানি কতই কাতর হয়েছেন, কত বিলাপ পরিতাপ কচ্চেন! হা জীবিতেশ্বর! আমার নিমিত্তে তোমার মনে কতই কষ্ট হচ্চে! (লক্ষ্মণকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া) দেবর লক্ষ্মণ, আমার নিমিত্ত আর কাতর হইও না, আর পরিতাপের ফল কি? এখন তুমি ত্বরায় রঘু-নাথের নিকটে যাও, যাতে তাঁর শোক নিবারণ হয়, তাই করগে। দেখো, যেন রঘুনাথকে তুমি কদাপি একাকী থাক্‌তে দিও না। হে লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে এই মিনতি করি। একাকী থাক্‌লে তাঁর চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হবে, আর কি জানি কোন পীড়া উপস্থিত হ'তে পার্‌বে। আর দেখ, তাঁকে আমার প্রণাম জানিও, আর ব'লো, যে তিনি আমাকে অযোধ্যা হ'তে দূরীকৃত ক'রে ভালই করেছেন; প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম; অতএব তিনি যেন আমার নিমিত্তে শোক দুঃখ পরিত্যাগ করেন। আর ব'লো, যে যদিও তিনি ভার্য্যা ব'লে জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমি তো চিরদিনের তাঁর পদসেবার দাসী, অতএব যেন সেই সামান্য দাসী ব'লে এ হতভাগীকে কখন

কখন মনে করেন, তা হলেই আমি কৃতার্থ হবো। আমি এই তপোবনে থেকে নিরন্তর এই তপস্যা ক'র্‌বো, যেন তিনি দীর্ঘজীবী হন, আর সুখে থাকেন; আর আমি যদিও এ জন্মের মত পতিসহবাসে বঞ্চিত হলেম, জন্মান্তরে যেন তাঁরই চরণসেবা ক'ত্তে পাই। আর আমি অধিক কি ব'ল্‌বো? (রোদন।)

যবনিকা পতন।

বীররসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী দেবশাখ্যা।—তাল ঝাঁপতাল।

মনে স্থির করেছিলি চির দিনি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে।
এই আশা মনে করে, পাঞ্চালীরে কেশে ধরে,
বলিলি কঠোর স্বরে, উলঙ্গিনী হতে হবে।
রে দুরাত্মা দুঃশাসন, না মানি গুরু-শাসন,
ভীষ্মে করি হতমান, বনে পাঠালি পাণ্ডবে।
আজি প্রতিফল তার, এখনি দিব বর্ব্বর,
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, রাখিতে নারিবে ভবে।
কোথা কর্ণ কোথা দ্রোণ, কোথা রাজা দুর্য্যোধন,
আজি তোর রক্ত পান, করি রে দেখুক্ সবে॥

কুরুক্ষেত্রের রণস্থল।

(ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। ওরে দুরাত্মা দুঃশাসন, তুই না দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রেছিলি? আর বস্ত্র হরণ কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলি? আর এইবার তোকে যমালয়ে প্রেরণ করি। বহুকালের পর তোকে পেয়েছি, পালাবি কোথা?

দুঃশাসন। আয় নরাধম, কে কাকে যমালয়ে প্রেরণ করে দেখা যাক। (ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপ ও ভীমের পতন।)

ভীম। (অবিলম্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান, এবং সিংহনাদ করতঃ গদা নিক্ষেপ, দুঃশাসনের মস্তকে গদা পতন, দুঃশাসনের ভূমে পতন ও বিলুণ্ঠন) দুরাচার, এখন তোর প্রতি-ফল হ'ল। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে দুর্য্যোধন, ওরে কর্ণ, ওরে অশ্বত্থামা, ওরে কুরুসেনাপতি সকল! যে দুঃশাসন পতিপরায়ণা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রেছিল, সভামধ্যে উলঙ্গ কর্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিল, এই দেখ্ সে ভূতলে নিপতিত হ'য়ে আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর রক্তপান ক'র্ব্বো, সেই প্রতিজ্ঞা এই দেখ আমি পালন করি। এখন তোদের যদি সাধ্য থাকে এসে একে রক্ষা কর। (দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ করিয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করতঃ রক্তপান ও নৃত্য।) আঃ! এই শত্রু-শোণিত আমার মাতৃ-দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু বোধ হ'ল। (পুনর্ব্বার রক্তপান ও নৃত্য।)

যবনিকা পতন।

বীভৎসরসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী পুলিন্দিকা।—তাল পোস্তা।

হেন সুখ লাভ অসম্ভব, অন্য ভোজনে।
যে সুখ পাই বসামাংস-রসাস্বাদনে।
রুধিরে যে সুধা আছে, ক্ষীর সর্ কি তার কাছে,
হৃদয় আনন্দে নাচে, দেখি নয়নে।
গলিত শবের ঘ্রাণে, কোমল অস্থি চর্ব্বণে,
যে সন্তোষ হয় মনে, বিধি তা জানে।
এই যে সব্ পচা মড়া, আহা কিবা পোকা পড়া
ইহাতে ভাজিয়া বড়া, খাব দুজনে॥

কুরুক্ষেত্রের নিবৃত্ত রণস্থল।

(বিকৃতবেশে রাক্ষসীর প্রবেশ।)

রাক্ষসী। (পরমাহ্লাদে নৃত্য করতঃ) বা, বা, বা! বেশ, বেশ! খুব যুদ্ধ হ'য়েগেছে! এই যে! ওঃ কত মড়া দেখ! আঃ! এমন দিন আর হবেনা! খুব খাবো, খুব খাবো! (নৃত্য) তা আমার স্বামী রুধিরপ্রিয় কোথা গেল? সে যে টাট্‌কা রক্ত মাংস বড় ভাল বাসে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রুধিরপ্রিয়! রুধির-প্রিয় রে! আয়, আয়, শীঘ্র আয়, খেসে আয়।

রসাবিষ্কার-বৃন্দক।

(একটা পচা শব লইয়া রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষস। কৈ রে, তুই কৈ, গিন্নি কোথা গেলি? এই নে, তোর জন্যে পচা মড়া এনেছি। খা, খা, এটা ভগদত্তের মড়া হাতীর নীচে প'ড়েছিল; খুব পচেছে।

রাক্ষসী। কৈ দে, দে।

রাক্ষস। তুই পচামাংস এত ভাল বাসিস্?

রাক্ষসী। তুই কেবল টাট্কা খেয়ে বেড়াস, তুই এর স্বাদ জান্‌বি কি। না প'চ্‌লে কি মাংস ভাল মজে? তা তুই না খাস এই সকল টাট্কা মাংস খা, আবার কাল যুদ্ধ হবে খুব খাবি।

রাক্ষস। কাল আবার হবে? তবেতো বেড়ে মজা হ'য়েছে। (নৃত্য)

যবনিকা পতন।

ভয়ানকরসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী ককুভা বেলাবেলী।—তাল একতালা।

হিরণ্যকশিপু লাগি হরি হলেন্ নরহরি।
একি ভয়ঙ্কর রূপ মস্তক গগনোপরি।
পিঙ্গলবরণ জটা, শত ভানু জিনি ছটা,
যেন সৌদামিনী ঘটা, শোভিতেছে মেঘোপরি।
অতি বিকট দশন, করিছেন্ সদা ঘর্ষণ,
হতেছে অগ্নি বর্ষণ, অকালে প্রলয়কারী।
কুলাল চক্র সমান, ঘূর্ণিত রক্ত নয়ন,
সতত লোলরসন, সম্মুখে দেখিয়ে অরি।
কোলে ফেলি দৈত্যবরে, নখে জঠর বিদরে,
চতুর্ভুজে শিরা ধরে, গলে পরেন্ মাল্য করি॥

হিরণ্যকশিপুর রাজসভা।

(শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি, অদূরে হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান।)

হিরণ্য। একি, একি, কি সর্ব্বনাশ! কি অদ্ভুত ব্যাপার! একি ভীষণ আকৃতি আবির্ভূত হলো! কোথা হতে এলো, কেন এলো? আমি স্ফটিকস্তম্ভে খড়্গাঘাত কর্‌বামাত্রে একি

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বহির্গত হলো? স্তম্ভের মধ্যে কিরূপে ছিল? উঃ! কি কালান্তক কাল মূর্ত্তি! পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ কি এই মূর্ত্তি আমার নিমিত্ত ধারণ কর্‌লেন? ওঃ! মস্তকস্থ কেশর ব্রহ্মকটাহ ভেদ করেছে যে! কুলালচক্রের ন্যায় আরক্ত নয়ন অতীব ঘূর্ণায়মান! আমার শরীর লোমাঞ্চিত হ'চ্চে, গাত্র অস্পন্দ হচ্চে, বাক্য রুদ্ধ হ'চ্চে। এখন কি করি? এর প্রতি অস্ত্র ক্ষেপণ কর্ব্বো কি, হস্ত স্তম্ভ হয়েছে, পলায়নেরও ক্ষমতা নাই। একি অলৌকিক মূর্ত্তি! সকল সিংহের আকৃতিও নয়, নরেরও আকৃতি নয়। দেখচি অর্দ্ধ শরীর নরাকৃতি, অর্দ্ধ শরীর ভয়ঙ্কর সিংহাকৃতি! উঃ! কি ভীষণ গর্জ্জন! মেদিনী কম্পিত হ'চ্চে। কি সর্ব্বনাশ! আমাকে সংহার করে যে! কি হবে, কে আমাকে রক্ষা কর্‌বে? জন্মাবধি ভয়ের সহিত আমার পরিচয় ছিল না, এখন একি হলো? সেই ভয়ে আমার শরীর অস্পন্দ হলো যে! পলায়ন কর্ত্তেও পার্‌লেম না। কি করি? ঐ...ঐ...ঐ।

(নৃসিংহ লম্ফ প্রদানে তাহার উপরে পড়িয়া তাহার বধ সম্পাদন।)

যবনিকা পতন।

অদ্ভুতরসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী ভূপালী।—তাল ঢিমা তেতালা।

তোমারি কটাক্ষে নাথ হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
পরাৎপর পরমাত্মা তুমি কহে বেদচয়।
চারি মুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন,
করি তব গুণ গান, হয়েন আনন্দময়।
দুরাত্মা দেবেন্দ্র ছলে, সতীত্ব রত্ন হরিলে,
গৌতমেরি কোপানলে, হয়েছি পাষাণকায়।
একবার পদাম্বুজ, পরশে অর্দ্ধ মনুজ,
হয়েছে অহে রঘুজ, দেহ পদ পুনরায়॥

গৌতম মুনির আশ্রম।

(বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, দেখেছ, এই বনটীর কি শান্তপ্রকৃতি। বোধ হয় এটী কোন মহাত্মার আশ্রম ছিল। দেখ্‌চো না প্রবেশমাত্র মন প্রফুল্ল ও অন্তরাত্মা প্রসন্ন হ'ল।

লক্ষ্ম। হাঁ, আপনি যথার্থ অনুভব করেছেন। কিন্তু মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদি কোন প্রাণী দেখছি না কেন?

রাম। আমারও মনে সেই তর্ক উপস্থিত হচ্ছিল। ভাল মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করি। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) প্রভো, এইটী কি কারুর আশ্রম ছিল?

বিশ্বা। হাঁ রাজকুমার, এটী গৌতম মুনির পূর্ব্বাশ্রম।

রাম। ওঃ! সেই গৌতম মুনির? তা এক্ষণে সর্ব্বপ্রাণি-বর্জ্জিত কেন? কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও এস্থানে দৃষ্ট হয় না, একি আশ্চর্য্য!

বিশ্বা। তার কারণ আছে, এক্ষণেই জান্‌তে পার্‌বে, তুমি এদিকে এস দেখি।

রাম। যে আজ্ঞা। (আদিষ্ট স্থানে এক প্রস্তরে পদার্পণ ও তথা হইতে অহল্যার অর্দ্ধ উত্থান।)

রাম। (সচকিতে) একি, একি, একি অদ্ভুত ব্যাপার!

লক্ষ্ম। কি আশ্চর্য্য! এমন বিচিত্র ব্যাপার ত কখন দেখা যায় নাই।

রাম। ইনি দেবী কি মানবী কিছুই বোঝা যাচ্চে না। প্রভো, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের অনুগ্রহ ক'রে বলুন, ইনি কে?

বিশ্বা। ইনি অহল্যা দেবী, মহাত্মা গৌতমের পত্নী, পতির অভিসম্পাতে শাপগ্রস্ত হ'য়ে পাষাণ হ'য়েছিলেন, এখন তোমার পদস্পর্শে পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হলেন।

রাম। হাঁ হাঁ! এঁর পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনার নিকটেই শুনে-ছিলাম বটে। আহা! ইনি নিতান্ত সাধ্বী ও সুচরিত্রা, নিরপ-রাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

লক্ষ্ম। এ অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে আমি প্রথমে ত্রাসিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু মহর্ষির নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হ'য়ে এখন উদ্বেগশূন্য হলেম। যাহোক মহর্ষির প্রসাদেই অদ্য এই অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল।

বসাবিষ্কার-বৃন্দক।

রাম। মহর্ষি আমাদিগকে বনে এনে কতই আশ্চর্য্য দেখা-লেন।

বিশ্বা। রাম, এ সকল তোমারই তো কার্য্য। তুমি পূর্ণব্রহ্ম, তোমার কার্য্য আশ্চর্য্য নয় কোন্‌টী? নিরবলম্বনে গগনে গ্রহগণ দিবানিশি পরিভ্রমণ কচ্চে, একি আশ্চর্য্য নয়? এই নির্ম্মল আকাশ, পরক্ষণেই মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে অনবরত বারিধারা বর্ষণ ক'চ্চে, একি আশ্চর্য্য নয়? ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি, জীবের শরীর মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি, কোন্‌টী আশ্চর্য্য নয়?

যবনিকা পতন।

হাস্যরসের কার্য্যমূর্ত্তি।

রাগিণী ঝিঝিটী খাম্বাজ।—তাল খেমটা।

ছি ছি কি পোড়া কপাল্ কথা শুনি মরি লাজে।
কেমনে প্রবৃত্তি হলো বল্ দেখি রে এমন্ কাজে?
ভাগ্নে বৌ মন্দোদরী, কি করে তার্ করে ধরি,
প্রিয়া সম্ভাষণ করি, রাখ্‌বি রে হৃদয়ের্ মাঝে?
তাই বুঝি মনের্ সুখে, হাসি ধরে না রে মুখে,
এমন্ নাথি মার্‌বো বুকে,
ভাঙ্‌বে তোর্ বুকের্ কলিজে।
একথা রট্‌লে পরে, মার্ব্বে ঝাঁটা ঘরে পরে,
মুখ্ দেখাবি কেমন্ করে,
ভদ্রলোকের্ সমাজে॥

লঙ্কারাজধানীর একদেশ, কালনেমির কুটীরের বহির্ভাগ।

(কালনেমি উপবিষ্ট।)

কাল। (আহ্লাদে স্বগত) "পুরুষের দশ দশা, চালে কুমড়, মাচায় শসা।" এত সামান্য পুরুষের; আমার এগার দশা, একাদশ বৃহস্পতি। আর বৃহস্পতিই বা আমার কাছে কোথায় লাগেন; তিনি দেবতা, দেবগুরু হ'য়েও চিরটাকাল পর্ণকুটীরে আছেন। শর্ম্মা তো তা নন; এই আজ পর্ণকুটীরে, রাত

পোহালেই স্বর্ণমন্দির, রত্নসিংহাসন, সম্মুখে বন্দীগণের স্তবপাঠ, সুরাঙ্গনাদের গঙ্গাজল চামর ব্যজন। হুঃ! ব'সে ব'সে কেবল আজ্ঞা ক'র্‌বো; আমার শ্রীমুখের আজ্ঞা প্রতীক্ষায় সুরাসুর, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস সকল কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান থাক্‌বে। থাক্‌বে কি? আছে ব'ল্‌লেই হয়। (উচ্চহাস্য) কি আনন্দের দিন এসে উপস্থিত হ'ল! এ আনন্দ ত আমার শরীরে ধরে না। পেটের ভিতর বুক্ বুক্ ক'চ্চে। (হাস্য) লঙ্কা রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ! সামান্য কথা নয়! (হাস্য) কিন্তু ঠিকতুল্য অংশ ক'ত্যে হবে। (ভূমে অঙ্কিত করিয়া) এই যেন লঙ্কা; এর এই দিক আমার, ঐ দিক রাবণের; ঠিক অর্দ্ধেক অংশ দড়ি ফেলে মেপে নেবো; এক চুল এদিক ওদিক হ'তে দেব না। রাবণ যে পায়ে ধরে মিনতি ক'রে বল্‌বেন, মামা, আমাকে এইটুকু বেশী দেও, ঐটুকু বেশী দেও, এইটী ছেড়ে দেও, ঐটী ছেড়ে দেও, তা আমি কখনই শুন্‌বো না। আর তুল্যাংশ যদি হ'ল, তবে রাবণও যেমন আমিও তেমন। সে আর কিসে আমা হ'তে বড়? যদি বল আমার একটী মুখ, তার দশটা, তা হ'লই বা; পেট আমারও একটা, তারো একটা, সে বেটা দশ মুখে যা খাবে, আমি এক মুখে তা খাবো। (চকিত ভাবে) ও—হো—হো—হো—হো! রাজার মত সিংহাসনে বসাটা অভ্যাস ক'ত্যে হবে। তা না হ'লে প্রজাগণ সম্মান কর্‌বে কেন? ভয় কর্‌বে কেন? (সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া শূন্যে উপবেশন) না—না—হলো না (ভাবান্তরে উপবেশন) হাঁ! এই ঠিক হয়েছে! দেখেছ,

হাতে রাজদণ্ড না থাক্‌লে শোভা হয় না। (সচকিতে) উ—হু—হু—হু—হু! সিংহাসনে ব'সে কোমরটায় বড় বেদনা হ'ল; একটু রাজার মত পায়চারি করি। (সগর্ব্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ) সম্মুখে রক্ষকগণ, পশ্চাতে রক্ষকগণ; কার সাধ্য নিকটে আসে; লঙ্কেশ্বর চলেছেন (হাস্য)। গিন্নী এখনও এ সম্বাদ শোনেন নাই, শুন্‌লে কি কর্‌বেন বলা যায় না। মাগী পাছে ফেটে মরে, আমার এই ভাব্‌নাটা হচ্ছে। না, তা মর্‌বে না; আমার শরীরে এত ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, সে আমার গিন্নী কি না। কোথায় বুঝি গেছে, এসে শুন্‌বে এখন। শুন্‌বে কি; একেবারে রাজমহিষী হ'য়ে বামভাগে বস্‌বে। যা হোক ছোট লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু কপালটা বড়। বড় না হ'লেই বা আমার হাতে প'ড়্‌বে কেন। সে যা হোক ব'সে ব'সে ততক্ষণ কি করি, এই কুশোগুলো এখানে আছে, একগাছা দড়ি পাকিয়ে রাখি; কেননা সকালেই প্রয়োজন হবে; রাবণ ব'ল্‌বে দড়ি কৈ, কি দে লঙ্কা ভাগ ক'র্‌বো, অমনি দড়িগাছটা ফেলে দেব; সেই ভাল। (কুশা লইয়া রজ্জু প্রস্তুতকরণ ও আনন্দে নাকীস্বরে গান।)

(কালনেমির স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রী। বলি কি হ'চ্চে ব'সে?

কাল (স্বগত) উহুঁ! তু এক কথায় কি রাজা রাজড়ারা উত্তর দেয়?

স্ত্রী। মরণ! মুখে বাক্য নাই, কাণের মাথা খেয়েছ নাকি?

কাল। (পুনর্ব্বার গান।)

স্ত্রী। এই দেখ; মিন্‌সের রকম দেখ; আমার হাতে পিতলের খাড়ু ঘুচ্‌লো না, ওঁর আমোদ হ'চ্চে দেখ। পোড়ার মুখ আর কি।

কাল। ওরে ঘুচ্‌বে রে, ঘুচ্‌বে। ঘুচ্‌বে কি? ঘুচেছে। ও খাড়ু তুই ভাঙ্গ। কি ক'চ্চি দেখ্‌ছিস?

স্ত্রী। দড়ি হ'চ্চে এই যে, গলায় দেবে না কি? তা কুশোর কেন? পাটের দড়ি একগাছা শক্ত ক'রে পাকাও না।

কাল। ওরে মাগী, তবে শুন্‌বি, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে প'ড়েছে, হনূমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আন্‌তে যাচ্চে, এই রাত্রের মধ্যে ঔষধ এনে দিতে পার্‌লে আবার বাঁচবে। তাই রাবণ আমার হাতে পায় ধ'রে ব'ল্‌লে, মামা, যদি কোন মায়া ক'রে আজকে রাত্রিতে হনূমানকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার, তা হলেই লক্ষ্মণ ম'র্‌বে, লক্ষ্মণের শোকে রামও ম'র্‌বে, সীতা আমি পাব। এ যদি হয়, লঙ্কারাজ্য অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধেক আমার। তা আমি যেরূপ মায়া বিস্তার ক'রে রেখেছি, হনূমানকে তো ভুল্‌য়ে রেখেছি ব'ললেই হয়; সে আর গন্ধমাদন পর্ব্বতে যেতে পারবে? হায় হায়! তা অর্দ্ধেক লঙ্কা ভাগ ক'র্‌তে হবে, তাই দড়ি পাকাচ্চি। কাল ভাগ ক'রে নে রাজা হবো আর কি।

স্ত্রী। (আহ্লাদে) তবে আমি রাজমহিষী হবো।

কাল। (পরম আহ্লাদে) হবি কি? হয়েছিস! (অতীব আনন্দে উভয়ের নৃত্য।)

স্ত্রী। হারে তুই তো রাজা হলি, আমিও রাণী হলেম, তা আমার অলঙ্কারের কি?

কাল। তাও রাবণ ব'লে গেছে, বলেছে মামীর গায়ে যত ধরে তা আর বাকি থাক্‌বে না।

স্ত্রী। বলিস কিঃ! সত্যি! (হাস্য করিয়া) তবে আমি পিতল কাঁসার গয়না গুলো খুলে ফেলি। (তৎকরণ) তা মন্দোদরীর গায়ে যে সকল গয়না আছে তারও তো অর্দ্ধেক পাব।

কাল। দূর হাবি! রাবণ যদি সীতা পায়, তা হলে মন্দোদরী শুদ্ধই আমি পাচ্চি যে।

স্ত্রী। (সক্রোধে) কি ব'ল্লি? ডেক্‌রা বুড়ো! ভাগ্‌নে বৌর হাত ধর্‌বি? মরণ! মন্দোদরীতে আবার চোক পড়েছে? (সম্মার্জ্জনী গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা তাড়ন।)

যবনিকা পতন।

নন্দনবনের নাট্যভূমি।

(চিত্ৰসেনের প্রবেশ ও সঙ্গীত।)

রাগিণী সৌরাটী।—তাল কাওয়ালী।
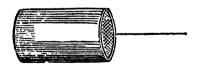
তুষিতে শচীন্দ্র মন করিলাম যে আকিঞ্চন।
সফল হলো না হলো, জানেন্ সহস্রলোচন।
দেবেন্দ্র-হৃদি-রঞ্জন, ইন্দ্রাণী দেবীর মন,
নবীন নাট্য দর্শন, অভিলাষী অনুক্ষণ।
তাই নারদ আদেশে, দেব-দম্পতী-সকাশে,
প্রকাশিলাম্ অষ্ট রসে, বৃন্দক অনুকরণ।
অভিনয় কিম্বা গানে, দোষ যদি কোন স্থানে,
থাকে তবে নিজগুণে, ক্ষমিবেন পাকশাসন॥

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.